বীরে মাউনার মর্মান্তিক পরীক্ষা...

উহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের উপর আরো কঠিন পরীক্ষা নেমে এলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গোত্রে ইসলাম প্রচারের জন্য দশজন সাহাবীকে পাঠিয়েছিলেন। সে গোত্রের লোকেরাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই আবেদন করেছিলো। কিন্তু এটা ছিলো একটা ষড়যন্ত্র। ইসলাম শেখার জন্য নয়; বরং মেরে ফেলার জন্য তারা সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে গিয়েছিলো। সেখানে যাওয়ার পর ওরা আটজন সাহাবীকে শহীদ করে দিলো। আর দু'জনকে বন্দী করে নিয়ে গেলো।

এর কয়েকদিন পর ঘটলো আরেক মর্মান্তিক ঘটনা। নজদ থেকে আবু বারা নামের এক লোক এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঠিক একই আবেদন করলো। ইসলাম শেখানোর জন্য কিছু সাহাবীকে দরকার। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সত্তর জন সাহাবীকে দিলেন।

এসব সাহাবী যখন বীরে মাউনা নামের একটি জায়গায় পৌঁছলেন তখন তাদেরকেও ওরা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো। এরপর একজন ছাড়া সবাইকে শহীদ করে দিলো। এ সাহাবীগণ সবাই ছিলেন আলেম এবং কারী। এঁদের শাহাদাতের কারণে মুসলমানদের বড় ক্ষতি হয়ে গেলো।

মদীনার ইয়াহুদীরা শুরু করলো নতুন ষড়যন্ত্র

তাদের এক গোত্র বনু কাইনুকাকে তো চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার কারণে আগেই বের করে দেওয়া হয়েছিলো। এখন মদীনায় থেকে যাওয়া ইয়াহুদীরা আবার নতুন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাদেরকে বোঝানোর জন্য বনু নাযীরের মহল্লায় গেলেন। তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মানা তো দূরের কথা বরং এক লোককে ঠিক করলো– যে কিনা পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের কথা জেনে খুব দ্রুত মদীনায় ফিরে এলেন।

বনু নাযীরের যুদ্ধ

মদীনার বনু নাযীরে ইয়াহুদীরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার চেষ্টা করলো। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে অভিযানে রওয়ানা হলেন। বাহিনীর পতাকা দিলেন হযরত আলী রাযি. এর হাতে। বনু নাযীরের এলাকায় পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দূর্গ অবরোধ করলেন।

দূর্গের ভেতর থেকে ওরা মুসলমানদের দিকে তীর ছুড়তে লাগলো। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা সাহস হারিয়ে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

বনু নাযীর তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিলো। এজন্য ওরা ভাবছিলো– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ওদেরকে পেলে মেরে ফেলবেন। সে কারণে ওরা আত্মসমর্পণ করার সাহস পাচ্ছিলো না।

কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিলেন। তারা অনেকগুলো উটের পিঠে নিজেদের ধন-সম্পদ ঘর-বাড়ি সব তুলে নিলো। এরপর তাদের মধ্যে একদল গেলো মদীনা থেকে আশি মাইল দূরে খায়বার নামের এক জায়গায়। অন্যদল চলে গেলো সিরিয়ায়।

নতুন শত্রু বেদুঈন

বনু নাযীরের ঘটনার পর মদীনার ইয়াহুদী এবং মুনাফিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আর কিছু করার সাহস হারিয়ে ফেললো।

কিন্তু এখন আবার নতুন কিছু শত্রু দেখা দিলো। মদীনার বাইরে আরবের অনেকগুলো বেদুঈন গোত্র ছিলো। এরা মুসলমানদের উপর বার বার আক্রমণ করছিলো। জায়গায় জায়গায় লোকদের ধন-সম্পদ লুটপাট করছিলো। বীরে মাউনার ঘটনার সময় এই বেদুঈনরাই সাহাবায়ে কেরামকে শহীদ করেছিলো।

এই বেদূঈনদের সাহস আস্তে আস্তে অনেক বেড়ে গেলো। এমনকি ওরা মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিলো। ওদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদ এলাকায় অভিযানে গেলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিযানের খবর পেয়ে ওরা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে লুকালো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সহজে ওদের এলাকা বিজয় করে চলে এলেন।

বেদুঈনদের মারামারি আর লুটপাট বন্ধ করার মাধ্যমে মুসলমানরা আরবের বহুদূর পর্যন্ত নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নিলো। মুসলমানদের শত্রু-মিত্র সবাই সুখ শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো। সাহাবায়ে কেরাম আরবের সব জায়গায় ইসলাম প্রচার করতে শুরু করলেন। প্রায় একবছর পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকলো।

খন্দকের যুদ্ধ

উহুদ যুদ্ধের দিন মক্কার কুরাইশরা বলেছিলো যে, পরের বছর আবার মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে। কিন্তু সে সাহস আর তাদের হয়নি। কুরাইশরা এই কারণে মনে মনে খুব লজ্জা পাচ্ছিলো।

হিজরী পঞ্চম সালে তাদের এই লজ্জা ঢাকার একটা সুযোগ হলো। বনু নাযীরের ইয়াহুদীরা তখন ছিলো খায়বারে। সেখান থেকে তাদের বিশজন নেতা মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে বোঝালো। তাদের মদীনায় হামলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। এমনকি যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করার লোভও দেখালো। ইয়াহুদীদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার লোভে মক্কার কুরাইশরা আবার মদীনায় আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়ে গেলো।

ইয়াহুদীরা এরপর আরবের আরো কিছু গোত্রের কাছে গিয়ে তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য রাজি করার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের কথায় আরবের বড় বড় অনেকগুলো গোত্র একসাথে মদীনায় হামলা করার জন্য রাজি হয়ে গেলো।

কুরাইশরা নিজেদের সৈন্য আর আরবের অন্যান্য গোত্রের সৈন্যদের মিলিয়ে তৈরি করলো বিশাল এক সম্মিলিত বাহিনী। সংখ্যায় প্রায় দশ হাজার। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই এই বাহিনীর সংবাদ পেয়ে গেলেন। সাথে সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সালমান ফারসী রাযি.। তিনি সেই পারস্য থেকে মুসলমান হওয়ার জন্য মদীনায় এসেছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মদীনার বাইরে একটা পরিখা খনন করতে পারি। তাহলে শত্রুরা মদীনায় ঢুকতে পারবে না।

এই পরামর্শটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব পছন্দ হলো। তিনি মদীনার বাইরে পরিখা খনন করার আদেশ দিলেন।

মদীনার তিন দিকে ঘর-বাড়ি আর খেজুর গাছ দিয়ে ঘেরাও করা ছিলো। আর একদিক ছিলো পুরোপুরি খোলা। সাহাবায়ে কেরাম সেদিকেই পরিখা অর্থাৎ বড় আকারের গর্ত খনন শুরু করলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও খননকাজে অংশগ্রহণ করলেন। খাবারের অভাবে সবাই পেটে পাথর বেঁধে কাজ করতে লাগলেন। এভাবে একটানা কাজ করে একসময় পরিখা খননের কাজ শেষ হলো। পরিখার আরেক নাম হলো খন্দক। এ কারণে এ যুদ্ধকে বলা হয় খন্দকের যুদ্ধ।

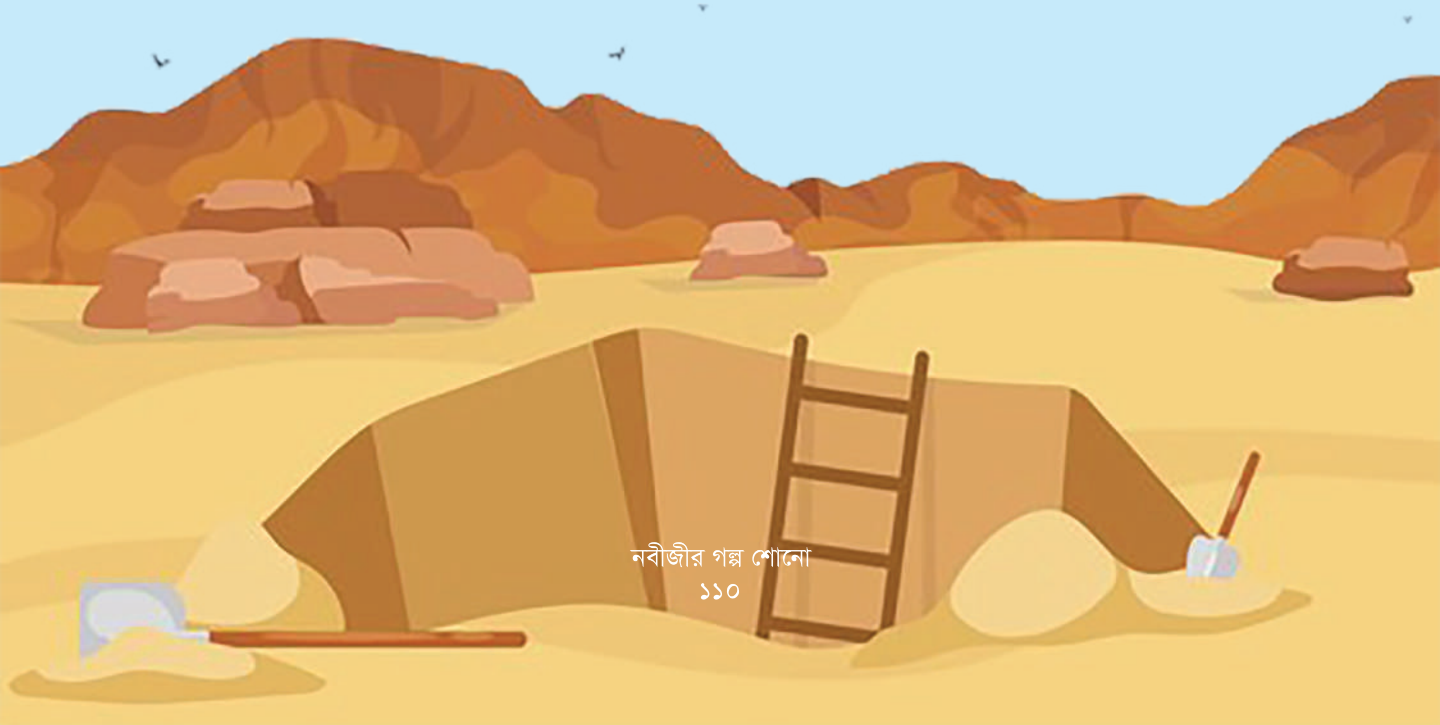

মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনার কাছে চলে এলো।

কাফের মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনার কাছে এসে দেখে ভেতরে ঢোকার সুযোগ নেই। মাঝখানে বিরাট আকারের পরিখা। সেটা এতোটাই প্রশস্ত যে ঘোড়া নিয়ে লাফ দিয়েও ঢোকা যাবে না।

কী আর করা, তারা পরিখার ওপার থেকেই মুসলমানদের উপর তীর ছুঁড়তে লাগলো। মুসলমানরাও তাদের উপর পাল্টা তীর ছুঁড়লো। এভাবেই চলতে থাকলো কিছুদিন। হামলা পাল্টা হামলায় দু'পক্ষের অল্প ক'জন মানুষ হতাহত হলো।

মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনীর ঘোড়সওয়াররা কয়েকবার পরিখা পার হয়ে আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের শক্ত পাহারার কারণে ওরা আসতে পারলো না। সারাক্ষণ পাহারায় থাকার কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কয়েক ওয়াক্ত নামাযও কাযা হয়ে গেলো।

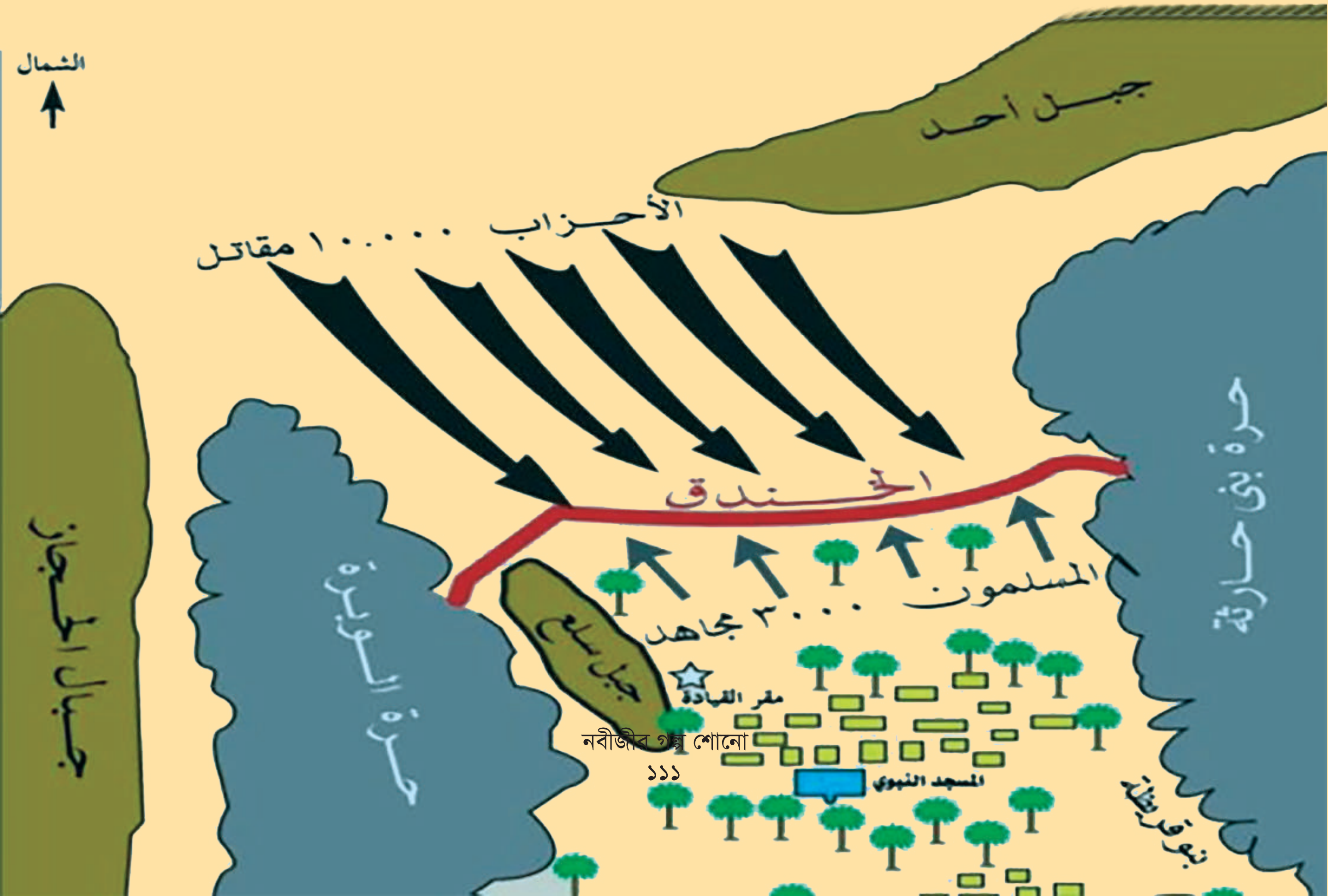
الشمال
جبل أحد
الأحزاب ١٠٠٠٠ مقاتل
الخندق
المسلمون
٣٠٠٠ مجاهد
جبل سلع
مقر القيادة
المسجد النبوي
حرة الوبرة
جبال الحجاز
حرة بني حارثة
بنو قريظة

খন্দকের ওপারে শত্রুদের মনোবল কমে গেলো।

অনেক দিন পর্যন্ত পরিখার ওপারে থেকে সম্মিলিত বাহিনীর খাবার দাবার শেষ হয়ে এলো। ওদের সাহসও আস্তে আস্তে কমতে লাগলে।

যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময় কূটনীতি অবলম্বন করতে হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নও মুসলিমকে দিয়ে তাদের মধ্যে এমন কিছু কূটনীতি অবলম্বন করলেন যে, তাদের মনোবল একেবারেই শেষ হয়ে গেলো।

একরাতে প্রচণ্ড ঝড় হলো। সে ঝড়ে সম্মিলিত বাহিনীর মাল সামানা সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। তাবুগুলো উড়ে গেলো। সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান আবু সুফিয়ান ভয়ে মক্কায় পালিয়ে গেলো। সৈন্যরাও যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেলো।

এভাবেই শেষ হয়ে গেলো খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কুরাইশদের মনোবল একেবারে খতম হয়ে গেলো। আর কোনোদিন ওরা মদীনায় আক্রমণের সাহস পেলো না।